ভেনাসের সস্তা মুখ

খন্দকার জাহিদ হাসান

পানার ওপরে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বক-
দেখলেই মনে হতো ভীষণ গাঁও-গেরামে আছি!
আসলে কিন্তু একটামাত্র ক্রোশ
নট-নটীদের কনকপুরী থেকে।

সুকান্তদার ছোট্ট মোরগ চরতে চরতে চ'লে আসতো
ললিতার বড়দির সাদামাটা গোরটার কাছেঃ
'কবরের এত কাছে প্রেম করতে নেই গো,
বেতস-ঝাড়ের আড়ে গেলেই তো পারো।
ওখানে, জানো, দিনের বেলাও দি-ব্যি ঝিঁঝিপোকা ডাকবে
গিরগিটিরা ঘাড় উঁচিয়ে পাহারা দেবে-
বেশ জমবে প্রেম!'

'কেন, কেন, শনি নাকি গোর?
কবর মানে তো ভালোবাসা
মাটির সংগে মিশে যাওয়া
মৃতের সংগে মৃত্তিকার চিরকালের প্রেম!
রৌদ্রে পোড়া, বৃষ্টি দিয়ে ধোয়া,
লতানো-লতানো জুঁইচারা আর
এলানো-মেলানো দূর্ব্বাঘাসে ছাওয়া
সে যে কী এক সোনার খনি!'

আসলে তো কোনোকিছুই কিছু নয়,
কারুরই তো কিচ্ছু নয়, ললিতার-ই সব!
ললিতার হরিণচোখ, ললিতার কেমন যেন সুরভি,
ললিতার-ই ডানা কাটা, ললিতার লাজুক লাজুক ঠোঁট-
টন্‌টনানি ধরাতো এই বুকের মাঝে
বৃন্তবিহীন মস্ত একটা ফুল হঠাৎ
অমরাবতীর সুরের নেশাতে ঝিম্ ধরতো
পাখনাবিহীন বিরাট একটা ভ্রমর হটাৎ
অরফিয়াসের যাদুর বীণাতে গান ধরতোঃ
ইউরিডাইস্! ইউরিডাইস্!! প্রাণের ইউরিডাইস্!!!
সারা অংগ মেলে দিয়ে দ্যাখো প্রত্যাশিত বৃষ্টি নামছে
একশ' বছর পরে
হাজার হাজার কৃষাণী শুনছে বৃষ্টির শব্দ
লক্ষ লক্ষ মৎস্যকুমারী কান পেতে শুনছে বৃষ্টির শব্দ

এইবার রাঙাকপোল স্বপ্নচারিণীরা
কৃষাণের কাঁচা নিদ ভাংগাবে
এইবার মৎস্যকুমার রসের অতলে তলাবে.....

‘ভেনাসের মুখ অত সস্তা নাকি
দুপুরের কদমতলের ছায়ায়?’
পেয়ারাগাছে কখন চাপতো কাঠবেড়ালী,
টের-ই পেতাম না!

আজো, একশ’ বছর পরে, এখনো.....
ভেনাসের সুন্দর মুখখানা তেমনি সস্তা
দুপুরের কদমতলের ছায়ায়!
আর ললিতা? আমার ঘরণী হবে শিগ্‌গীর।

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী